

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই প্রকাশে জটিলতা

রেজানুর রহমান : বিনামূল্যে
বিতরণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই
প্রকাশের ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতা দেখা
দিয়েছে। গত রবিবার ছিল বই মুদ্রণের জন্য

টেভার জমাদানের শেষ দিন। কিন্তু জাতীয়
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সংশ্লিষ্ট
শাখায় কোন টেভার জমা পড়ে নাই।
(২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

বই প্রকাশে জটিলতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

টেভার জমাদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নতুন
শর্ত আরোপ করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি
হইয়াছে। একটি সূত্রের মতে, অবিলম্বে
পরিস্থিতির সন্তোষজনক সমাধান না হইলে
পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা
দেখা দিবে।

প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণ ও
বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যে টেভার
পদ্ধতি চালু ছিল তাহাতে প্রকাশক,
বিক্রেতা এবং প্রেস মালিকগণ অংশগ্রহণের
সুযোগ পাইতেন। 'সর্বনিম্ন টেভারদাতার
দরপত্র বিবেচনায় নিয়া আগ্রহীদের মধ্যে
মুদ্রণ কাজ বাছাই করিয়া দেওয়া হইত।
গত বছর বাংলাদেশ পুস্তক মুদ্রণ ও
বিক্রেতা সমিতি, মুদ্রণ শিল্প সমিতি,
পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন সমিতি টেভার
কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। বাংলাদেশ পুস্তক
প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির দর সর্বনিম্ন
হওয়ায় এই সমিতিকে পুস্তক মুদ্রণের
সুযোগ দেওয়া হয়। প্রাথমিক শাখার
পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক একটি
বড় অংকের ঋণ সহায়তা দিয়া থাকে।
বিশ্বব্যাংক এইবার মুদ্রণ কাজের জন্য
প্যাকেজ প্রথার শর্ত জুড়িয়া দিয়াছে। শর্তে
বলা হইয়াছে, মুদ্রণ কাজকে গতিশীল ও
স্বচ্ছ করার জন্য সমগ্র প্রক্রিয়াকে ১১১টি
প্যাকেজের আওতায় নিয়া সিডিউল বিতরণ
করা হউক। এই ক্ষেত্রে প্রায় ১ কোটি
টাকার ৪টি বিশাল অংকের প্যাকেজ ধার্য
করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।
বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ বন্টন
করা হইলে দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক
প্রকাশক, মুদ্রাকর, বিক্রেতা, মুদ্রণ ও
বাঁধাইকারকরা কাজ পাইবে না- এই
অভিযোগ তুলিয়াছে প্রকাশক ও
বিক্রেতারা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রকাশনা
শিল্পের সকল সমিতি ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।
গত বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রীর সহিত তিন
সমিতির নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত
হয়। বৈঠকে প্রাথমিক স্তরের নতুন বই
প্রকাশের বিষয় নিয়া হৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশে
আলোচনা করা হইলেও পরিস্থিতির কোন
উন্নতি হয় নাই। এই ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী
এএসএইচকে সাদেকের সহিত যোগাযোগ
করা হইলে তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই এই
ব্যাপারে সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
হইবে।